চেয়ারপার্সন না আসায় বিপাকে জলপাইগুড়ি পুরসভা

জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের পর তাঁর পরিবারের দুই সদস্য করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। এর জেরে চেয়ারপার্সন বেশ কিছুদিন পুরসভায় যেতে পারছেন না। ফলে পুরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিকল্প পরিকল্পনা করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করতে হবে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি পুরসভার কাজে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে পাপিয়া জানান।

পুরসভা সূত্রে খবর, ২১ অক্টোবর পাপিয়া পালের করোনা সংক্রমণের বিষয়ে জানা যায়। তারপর থেকেই তিনি শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পাপিয়াদেবীর সংক্রমণের বিষয়টি জানা যাওয়ার পরই তাঁর স্বামী ও মেয়ে নিজেদের করোনা পরীক্ষা করান। তাঁরা করোনা পজিটিভ বলে ২৩ অক্টোবর জানা যায়। ২৭ অক্টোবর নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পাপিয়াদেবী বাড়ি ফিরে আসেন। করোমুক্ত হলেও আপাতত তিনি বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। তাঁর স্বামী ও মেয়ে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। তাঁরা এখনও করোনা পজিটিভ।

চেয়ারপার্সনের কদমতলার বাড়িকে কনটেনমেন্ট জোন করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন থাকার পাশাপাশি পরিবারের দুই সদস্য করোনা সংক্রামিত হওয়ার জেরে পাপিয়াদেবী আপাতত পুরসভায় যেতে পারছেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপ সম্প্রসারণ, পথশ্রী প্রকল্পের বাইরে থাকা পুরসভার নিজস্ব রাস্তার কাজ, পথবাতি, শর্ট টেন্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রভৃতি কাজে সমস্যা হচ্ছে।

যেখানে সমস্যা

- পাপিয়াদেবী করোনামুক্ত হলেও আপাতত তিনি বাড়িতেই চিকিৎসাধীন
- তাঁর স্বামী ও মেয়ে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন
- পরিবারের দুই সদস্য সংক্রামিত হওয়ায় পাপিয়াদেবী পুরসভায় যেতে পারছেন না
- তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সমস্যা দেখা দিয়েছে

জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা পানীয় জলবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চেয়ারপার্সন ও তাঁর পরিবারের দুই সদস্য করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। চেয়ারপার্সনের অনুপস্থিতিতে প্রশাসকমণ্ডলীর কোনও সভা করা যাচ্ছে না। পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপ সম্প্রসারণ, পথশ্রী প্রকল্পের বাইরে থাকা পুরসভার নিজস্ব রাস্তার কাজ, পথবাতি, শর্ট টেন্ডারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সভা করতে হবে।'

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার পাপিয়াদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'সংক্রমণের জেরে আমি বর্তমানে পুরসভায় যেতে পারছি না। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে যতটা পারছি ফোনে যোগাযোগ রাখছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুস্থ হয়ে পুরসভার কাজে যোগ দেব।' সংক্রমণ এড়াতে সবাইকে সর্তক থাকতে হবে বলে জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন সবার কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

পাপিয়াদেবীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, 'আশা করি চেয়ারপার্সন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠবেন। চেয়ারপার্সন বর্তমানে পুরসভায় যেতে না পারলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে যাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম থমকে না যায় তা কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পারিষদ নির্মল ঘোষদস্তিদার বলেন, 'করোনা সংক্রমণের জেরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিয়েছে। সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে উন্নয়নের রূপরেখা শীর্ষক আলোচনা প্রয়োজন।' সিপিএম নেতা প্রদীপ দে-ও একই কথা জানান।

জেলা ইনচার্জদের নাম ঘোষণা করলেন অধীর

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর (সংবাদ) : শিলিগুড়ি পুরসভার পুরপিতা সুজয় ঘটককে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের ইনচার্জ করা হল। এছাড়াও এদিন ১৩ জন দলের সাধারণ সম্পাদককেও বিভিন্ন জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত জানান, ১৪ জন সাধারণ সম্পাদক বাদে আরও ১২ জনকে ১২টি জেলার ইনচার্জ করা হয়েছে। অধীরবাবু জানান, নদিয়া জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মনোজ চক্রবর্তীকে। মুস্তাক আলমকে উত্তর দিনাজপুরের, কাজি আবদুর রহমানকে বীরভূম জেলার। হুগলি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবনাথকে। উত্তর কলকাতায় প্রীতম ঘোষকে, হাওড়া জেলায় ঋজু ঘোষালকে। এছাড়া প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের সভাপতি আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়কে দক্ষিণ ২৪ পরগনার (শহর)। পশ্চিম বর্ধমানে অভিজিৎ ভট্টাচার্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (গ্রামীণ) খাজা আহমেদকে। দক্ষিণ কলকাতায় মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বাঁকুড়ায় রোহন মিত্রকে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বর্ণালি দে-কে। সেইসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় সোনিয়া জাভেদকে। এছাড়াও বাকি ১২টি জেলার জেলা ইনচার্জরা হলেন মালদায় মইনুল হক, ঝাড়গ্রামের নেপাল মাহাতো, মধ্য কলকাতায় শফিউল আলম খান, উত্তর দিনাজপুর (গ্রামীণ) সর্দার আমজাদ আলি, কোচবিহারের ডিপি রায়, পশ্চিম মেদিনীপুরে ডাঃ মায়া ঘোষ, উত্তর ২৪ পরগনা (গ্রামীণ) আব্দুস সাত্তার, পূর্ব মেদিনীপুরে শুভঙ্কর সরকার, দক্ষিণ দিনাজপুরে তুষার গুহ, পূর্ব বর্ধমানের সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বড়বাজারে স্নেহেন্দু চৌধুরী, আলিপুরদুয়ারে সুবীন ভৌমিককে।

উল্লেখ্য, সামনেই রয়েছে শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচন। পুরসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও বর্তমানে প্রশাসক নিযুক্ত করেছে রাজ্য সরকার। ওই পুরসভার অধীনে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ১৪টি ওয়ার্ড। সম্ভবত সেই কারণেই সুজয় ঘটককে জলপাইগুড়ি জেলার দায়িত্বে আনা হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজ্যের রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

বেলাকোবা, ২৯ অক্টোবর : বালি, পাথর বোঝাই ডাম্পার চলাচল বন্ধের পাশাপাশি বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার বেলাকোবা বাজারে তিন ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করেন। এর জেরে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়লে নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। বেলাকোবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কমোলিনী সরকার, শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অমলেন্দু ভৌমিক জানান, প্রায় ছয় মাস ধরে রাস্তাটি বেহাল হয়ে থাকায় বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যা মেটাতে পূর্ত দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হবে বলে তাঁরা জানান। পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, রাস্তাটির জন্য টেন্ডারের কাজ চলছে। ওই কাজ হয়ে গেলেই রাস্তার কাজে হাত দেওয়া হবে। বেলাকোবা বাজার থেকে ভায়া বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতাল হয়ে দশদরগা পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তাটির বেহাল দশার কথা ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। এই রাস্তায় প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। রাস্তাটি বেহাল হওয়ায় প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। কাপড় দোকানের মালিক দীপক রায় বলেন, 'বেহাল রাস্তায় ওড়া ধুলোর জেরে আমরা জেরবার হয়ে পড়েছি। যে কোনও মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' একটি ফোটোকপির দোকানের মালিক সুশান্ত সরকার বলেন, 'রাস্তায় বড় বড় গর্তের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।' সমস্যার বিষয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই বলে হার্ডওয়ারের দোকানের মালিক পরিমল দাসের অভিযোগ। ব্যবসায়ী রানা রায়, বিমলেন্দু ভৌমিক প্রমুখ তাঁকে সমর্থন জানান। হাসপাতালপাড়ার তপন দেবনাথ, বিবেকানন্দপল্লির নির্মল চক্রবর্তী, বড়বাড়ির পাপাই দাস, স্কুল রোডের বিভাস দাস প্রমুখও একই অভিযোগ জানান। বেলাকোবা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম পাল বলেন, 'ব্যবসায়ীদের দাবি যুক্তিযুক্ত। তাঁদের দাবির প্রতি সংগঠনের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাফিলতির বিষয়ে পূর্তমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হবে।'

এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অবরোধ চলে। সকাল ৭টা থেকে রাত ৭টা পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে কোনও ডাম্পার যাতায়াত করবে না বলে বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুব্রত সাহা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে দেন। ওসি'র বক্তব্য শুনে বিক্ষোভকারীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

উত্তরে সংক্রামিত ৫০২ জন

নিউজ ব্যুরো

২৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ৫০২ জন। তবে সংক্রামিত হয়ে মৃত্যুর এদিন কোনও খবর নেই। বেশ কিছুদিন পর স্বস্তির খবর। শিলিগুড়ি তথা পুরো দার্জিলিং জেলায় করোনা সংক্রামিত হয়ে বৃহস্পতিবার কোনও মৃত্যুর খবর নেই। এদিন মালদায় ৯৯ জন, উত্তর দিনাজপুরে ২৮, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৩৮, দার্জিলিংয়ে ১৩১, জলপাইগুড়িতে ৯৮, আলিপুরদুয়ারে ৩৯ এবং কোচবিহারে ৬৯ জন সংক্রামিত হয়েছেন।

এদিন দার্জিলিং জেলায় ১৩১ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। এর মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় রয়েছেন ৬৫ জন। অন্যদিকে মাটিগাড়ায় ২০ জন, নকশালবাড়িতে ১৭, ফাঁসিদেওয়ায় ৯, খড়িবাড়িতে ২, সুকনায় ৮, কার্সিয়াং পুরসভা এলাকায় ৮, দার্জিলিং পুরসভা এলাকায় একজন, তাগদায় একজন সংক্রামিত হয়েছেন। এদিন করোনামুক্ত হয়ে ৯৪ জন বিভিন্ন হাসপাতাল এবং হোম আইসোলেশন থেকে ছুটি পেয়েছেন বলে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এস পন্নমবলম জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৯৮ জন সংক্রামিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের ৯ জন আছে। শহরের সংক্রামিতরা ৫, ৮, ১০, ১৭, ১৯, ২৩ এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। গত ২৪ ঘণ্টায় ময়নাগুড়িতে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ১৯ জন। সংক্রামিতরা শহর এবং ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। এখনও পর্যন্ত ময়নাগুড়িতে সবমিলিয়ে মোট সংক্রামিতের সংখ্যা ১,০৩৪।

চিকিৎসায় সাড়া

কলকাতা, ২৯ অক্টোবর : চিকিৎসায় ফের সাড়া দিচ্ছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরের মেডিকেল বুলেটিনে চিকিৎসক অরিন্দম কর জানিয়েছেন, গত চারদিনের তুলনায় সৌমিত্রবাবু আজ কিছুটা ভালো আছেন। সূত্র অনুযায়ী, এদিন প্রথম পর্বের ডায়ালিসিসও হয়েছে। তাতে প্রস্রাবের মাত্রা কিছুটা বেড়েছে। মোট তিনটি ডায়ালিসিসের কোর্স করানো হবে সৌমিত্রবাবুর। নিউরোলজি ও নেফ্রোলজির বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, রেনাল ফাংশন কিছুটা ভালো। তবে সংকট কাটেনি। বেশ কয়েকবার চোখও খুলেছিলেন তিনি। তবে ভেন্টিলেশন নির্ভরতা কিছুটা বেড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি স্বাভাবিকভাবে যাতে কাজ করে, তার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়েছে। স্নায়ুর সমস্যার এখনও কোনও উন্নতি হয়নি।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৪.০	২৪.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	১৮.০
জলপাইগুড়ি	৩২.০	১৬.০
কোচবিহার	৩২.০	১৮.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	১৮.০
মালদা	৩৩.০	১৯.০
রায়গঞ্জ	৩৩.০	১৯.০
গ্যাংটক	২৬.০	১৪.০

বিন্দু বিসর্গ

মা গো, এ কেমন পাঁচালি?

এসো মা লক্ষ্মী।। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

আন্দোলনের সিদ্ধান্ত

চোপড়া, ২৯ অক্টোবর : কালীপুজোর পরই চোপড়া ব্লকে কংগ্রেস-সিপিএম জোট জোরদার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মসূচি তৈরি করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি শুরু করেছে বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যে এলাকাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর আন্দোলন কর্মসূচি নিয়ে চোপড়ায় জোটের এক বৈঠক হয়। পরবর্তী বৈঠকে কর্মসূচি ঘোষণা করেই এলাকায় লাগাতার আন্দোলন চালাবে কংগ্রেস ও সিপিএম জোট। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চোপড়া ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে অলিখিতভাবে কংগ্রেস এবং সিপিএম জোট করে ভোটে লড়াই করেছিল। পরবর্তীতে দুই দলের নেতারা একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অশোক রায় বলেন, কালীপুজো শেষ হতেই গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের লাগামছাড়া দুর্নীতির প্রতিবাদে সিপিএমের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলনে নামা হবে। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য আনওয়ারুল হক বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে আন্দোলনে নামা হবে।

কিশনগঞ্জে ভোট নিয়ে প্রচার

কিশনগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ জেলার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াই শুরু হয়েছে। কিশনগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ২০ জন প্রার্থী, ঠাকুরগঞ্জে ১০ জন প্রার্থী, কোচাধামন কেন্দ্রে ১২ জন প্রার্থী, বাহাদুরগঞ্জ কেন্দ্রে ৯ জন প্রার্থী ভোটযুদ্ধে নামছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নির্দল প্রার্থী মিলিয়ে জেলায় ৫১ জন লড়াইয়ে নামছেন। কিন্তু রাজনৈতিক তথ্যমহলের অভিমত, ৪টি কেন্দ্রে কংগ্রেস, এনডিএ এবং এআইএমআইএম(মিম) প্রার্থীদের মধ্যেই মূল লড়াই হতে চলেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলার ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম প্রার্থীরা কংগ্রেস ও এনডিএ'র প্রার্থীদের ভালো চাপে রেখেছেন। যদিও ঠাকুরগঞ্জে লড়াইয়ের ময়দানে সংঘর্ষ আরও জোরালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে প্রাক্তন স্থানীয় সপা বিধায়ক গোপাল আগরওয়াল নির্দল প্রার্থী হয়েছেন। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে মাইকে প্রচার চলছে। এছাড়া, এবার নির্বাচন কমিশনের তরফেও ভোটারদের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়াতে রোজ মাইকে প্রচার, র‍্যালির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ান ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চান্দামারিতে এলাকার দখল নিয়ে লড়াই

চান্দামারি (কোচবিহার), ২৯ অক্টোবর : জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকে মিহির গোস্বামীর এলাকায় পার্থপ্রতিম রায় থাবা বসাতে চাওয়াতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চান্দামারি। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের রাশ কার হাতে থাকবে, সেই বিরোধেই বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছেন দুই নেতার অনুগামীরা। মিহিরবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে অভিভাবক বলে প্রণাম করলেও এলাকার দখল নেওয়া থেকে পার্থবাবু যে পিছোবেন না, তা চান্দামারির গত কয়েকদিনের ঘটনাতেই স্পষ্ট হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চান্দামারির কর্তৃত্ব গত এক বছর ধরে মিহির গোস্বামীর অনুগামী তৃণমূল নেতা শিবু বর্মন, সাকিনুর রহমানদের হাতে রয়েছে। অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে ছিলেন দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের অনুগামী ক্ষুদিরাম সরকার, বিকাশ মোদকরা। পিকে'র টিমকে বুঝিয়ে পার্থ তাঁর আস্থাভাজন ক্ষুদিরাম সরকারকে ব্লক সভাপতি করার পরই পাশার দান উলটোতে থাকে। ব্লক সভাপতি নির্বাচন ঘিরে ক্ষোভে বিধায়ক মিহির গোস্বামী সাংবাদিক সম্মেলন করে দলীয় কর্মসূচি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। সেই সুযোগে ক্ষুদিরাম সরকারকে সামনে রেখে চান্দামারি এলাকার দখল নিতে শুরু করেন জেলা সভাপতির অনুগামীরা। পুজো শেষ হতে না হতেই চান্দামারিতে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। চান্দামারিতে গত কয়েকদিন ধরে বোমাবাজি, তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও দলীয় কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় সরগরম ছিল এলাকা। তৃণমূল সূত্রে খবর, পরিস্থিতির কথা রাজ্য নেতৃত্বের কানে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কড়া বার্তা আসাতেই পার্থবাবু বিজয়ার প্রণাম জানাতে মিহিরবাবুর বাড়িতে পৌঁছে যান মিষ্টি হাতে।

পুলিশের উপস্থিতিতে তৃণমূল নেতাদের মিষ্টিমুখ চলছে। -সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার গোষ্ঠীকোন্দল মেটাতে দফায় দফায় বৈঠক করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। দুই গোষ্ঠীর শেষ বৈঠকটি কোচবিহার কোতোয়ালি থানা চত্বরেই হয়। সেখানে দুই পক্ষ মিষ্টিমুখ করে। এদিন তৃণমূলের কোচবিহার-১ ব্লক সভাপতি ক্ষুদিরাম সরকার বলেন, 'চান্দামারি এলাকায় তৃণমূল নেতাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সবাইকে নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। পরে কোতোয়ালি থানাতেও বৈঠক হয়।' তৃণমূলের চান্দামারি অঞ্চলের নেতা শিবু বর্মন বলেন, 'আমরা এখন একসঙ্গেই চলব, এই নিয়ে সহমত হতে আজ বৈঠক হয়েছে। পরে কোতোয়ালি থানায়ও বৈঠক হয়।' কারও নাম না করে শিবুবাবু বলেন, 'দলের জেলা সভাপতির অনুগামী পরিচয় দিয়ে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে তা মানা হবে না।' জেলা সভাপতির অনুগামী তৃণমূল নেতা বিকাশ মোদক বলেন, 'আজ থানায় বা এলাকায় কোনও বৈঠক হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমাকে কেউ ডাকেনি।'

বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার সংযোজক দিব্যনাথ বর্মন বলেন, 'চান্দামারিতে তৃণমূলের বোমাবাজিতে এলাকার মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত। অঞ্চলের ভাগাভাগি নিয়ে কী সমঝোতার বৈঠক হয়েছে তা জানা নেই। কিন্তু যাদের নামে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ, তারাই থানায় বসে বৈঠক করছে। থানায় বসে মিষ্টি খাওয়া হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় কেমন আইনের শাসন চলছে।'

কেন সংঘর্ষ

- মিহিরের এলাকায় পার্থপ্রতিম থাবা বসাতে চাওয়ায় উত্তপ্ত চান্দামারি
- কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্র কার হাতে থাকবে, সেই বিরোধেই সংঘর্ষ
- গত কয়েকদিন ধরে বোমাবাজি, ভাঙচুর ও হামলার ঘটনা এলাকায়

গির্জায় শিরশ্ছেদ মহিলার, হত ৩

প্যারিস, ২৯ অক্টোবর : প্যারিসে শিক্ষক খুনের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের জঙ্গি হামলা ফ্রান্সে। নিস শহরের ঐতিহাসিক নতরদাম গির্জার কাছে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে এক মহিলা সহ তিনজনকে। এই হামলা কোনও জঙ্গির কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। হামলায় বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকালের ওই ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' বলে মনে করছে ফরাসি প্রশাসন। নিসের মেয়র ক্রিশ্চিয়ান এস্ত্রসি জানিয়েছেন, নতরদাম গির্জার ভিতরে এই হামলায় সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। ফরাসি পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা। তাঁর মাথা কেটে নিয়েছে হামলাকারী। হামলাকারী কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফ্রান্সের জাতীয় সন্ত্রাস দমন বিষয়ক কৌঁসুলি খুনের তদন্ত শুরু করেছেন। ধর্মীয় ব্যঙ্গচিত্র ছেপে ২০১৫ সালে ভয়াবহ জঙ্গি হানার শিকার হয়েছিল ফরাসি ব্যঙ্গপত্রিকা শার্লি এবদো। সেই ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে দিন কয়েক আগে নিহত হন ফ্রান্সের এক স্কুলশিক্ষক। এক চেচ কিশোর ওই শিক্ষকের গলা কেটে খুন করে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সে।

নতরদাম গির্জার কাছে স্বজন হারিয়ে কাঁদছেন মহিলা। -এএফপি

নালিশ ধনকরের

প্রথম পাতার পর

কারোর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা খুঁজি। সুষ্ঠ গণতন্ত্রের লক্ষণ সেটা। তাই বলে অপশাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নিম্নমানের রাজনীতি গ্রহণযোগ্য নয়।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এদিনই বলেন, রাজ্যপালের পদ পুরোপুরি সাংবিধানিক। তাঁর কাজ সাংবাদিক বৈঠক করা নয়। দিল্লিতে গিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা রাজ্যপালের কাজ হতে পারে না। প্রায় একইরকম মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে বলেন, মিথ্যায় ভরা আবর্জনা নিয়ে রাজ্যপাল দিল্লি গিয়েছেন। উনি রাজভবনের গরিমাকে কলুষিত করেছেন। তিনি কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন নাকি বিজেপির কোনও নেতার সঙ্গে? রাজ্যের বিষয়ে ঝুরিঝুরি মিথ্যে কথা বলে বাংলা তথা বাংলার নাগরিকদের অপমান করেছেন রাজ্যপাল। তিনি রাজ্যপাল কম, বিজেপির ক্যাডার রূপেই বেশি দায়িত্ব পালন করছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি বলেন, 'রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির অধীনে সাংবিধানিক পদ মাত্র। কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিজেপি যদি এতই স্বচ্ছ, তবে বাংলার রাজ্যপালের মতো উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল কেন কেন্দ্রের কাছে গিয়ে নালিশ করে না? উত্তরপ্রদেশে কি রামরাজ্য স্থাপন হয়েছে?' সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিম বলেন, পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি। রাজ্যপাল নিজে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক থাকতে চাইছেন। যা অভিযোগ জানিয়েছেন, তা নতুন কিছু নয়। এর আগেও এসব ব্যাপারে তিনি বলেছেন। বিজেপি এনিয়ে মেরুকরণের রাজনীতি খেলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চাইলে কি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু করবেন না। কারণ ভিতরে ভিতরে দিদিভাই-মোদিভাই যোগসাজশ চলছে। রাজ্যের কী অবস্থা, কেন্দ্র তা খুব ভালো জানে। কিন্তু গোপন আঁতাতের জন্য তারা কিছুই করবে না।'

সাংবাদিক বৈঠকে উঠে আসে রাজ্যপালের আসন্ন একমাসের দার্জিলিং সফরের প্রসঙ্গ। পালটা প্রশ্ন ছুড়ে ধনকর বলেন, 'এতে অন্যায়টা কোথায়? এমন নয় যে প্রথমবার আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। এর আগেও পাহাড়ে গিয়েছি। থেকেছি রাজ্যের গেস্ট হাউসে। এবার রাজভবনেই থাকব। অতীতে বহু রাজ্যপাল থেকেছেন দার্জিলিংয়ে!' প্রশ্ন ওঠে, তা বলে একমাস থাকবেন? ধনকরের বক্তব্য, তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। দার্জিলিং রাজ্যের বহির্ভূত এলাকা নয়। আমি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলব, আলাপ আলোচনা করে তাঁদের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করব।' ধনকরের অভিযোগ, অযথা তাঁর দার্জিলিং সফর নিয়ে জলঘোলা করা হচ্ছে। তিনি তাঁর সংবিধানস্বীকৃত দায়িত্ব পালন করতেই পাহাড়ে যাচ্ছেন। তৃণমূলের মহাসচিব তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বিজেপি মুখপাত্রের মতো কথা বলছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের বক্তব্যে এদিন নাম না করে ছিল প্রশান্ত কিশোরের প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, রাজ্য ক্ষমতার অলিন্দ এখন এমন কিছু মানুষ দখল করে নিয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে রাজ্য-রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

কোটি টাকা লোপাট

প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি)-এর কর্মীদের একাংশও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে অভিযোগ। স্রেফ এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই প্রতি বছর ৩৫০-৪০০ ভুয়ো সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের নামে বৃত্তির টাকা তোলা হচ্ছে। এর আগে ইসলামপুর ও চোপড়া ব্লকেও এ ধরনের চক্র সক্রিয় ছিল। চলতি বছর মীর সেলিম নামে এক যুবক এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনের আওতায় তথ্য চান। এর ভিত্তিতে তিনি যে তালিকা পান তা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। চক্রের অন্যতম হিসাবে জনৈক মহতাবুদ্দিন এবং ফাইজুলের নাম উঠে এসেছে। অভিযুক্তদের একজন করণদিঘির এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী। তার একাধিক ব্যবসা রয়েছে। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী সহ তার পরিবারের একাধিক সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে করণদিঘিতে মাইনরিটি স্কলারশিপের প্রচুর টাকা জমা পড়েছে। পরিবারের সদস্যরা ৩০ বছরের বেশি বয়সি হলেও তাঁদের নবম-দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। এর জেরে যোগ্য পড়ুয়ারা বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন, আবু সামা, মীর সেলিম প্রমুখ জানান, বয়স ৫০ পেরিয়েছে এমন ব্যক্তিদেরও পড়ুয়া হিসাবে দেখিয়ে বৃত্তির টাকা তোলা হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'প্রকৃতদের বঞ্চিত করে বৃত্তির টাকা তোলা হচ্ছে। যাঁরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তাঁরা কিছুই জানতে পারছেন না।' সবকিছু জানিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে আবু সামা জানান।

আতশবাজির ধোঁয়ায়

প্রথম পাতার পর

এই উৎসবে ব্যবহৃত আতশবাজি ও শব্দবাজির ধোঁয়া করোনা সংক্রামিতদের বিপদ বাড়াতে পারে বলে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মনে করছেন। বিশেষ করে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে গেলে পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। দীপাবলিতে ছোটদেরই মূলত আতশবাজি পোড়াতে দেখা যায়। বড়রা তাদের হাতে আতশবাজি তুলে দেন। অভিভাবকদের সচেতন করলে ছোটদের আতশবাজি পোড়ানো থেকে দূরে রাখা সম্ভব বলে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ধারণা। এ বিষয়ে দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর অভিনব এক উদ্যোগ নিয়েছে। আতশবাজির ধোঁয়া করোনা সংক্রামিতদের কীভাবে ক্ষতি করতে পারে সে বিষয়ে তারা একটি বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির বেশ কিছু স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষগুলি সেই বার্তা অভিভাবকদের কাছে পাঠানো শুরু করেছে। অভিভাবকরাও সেই বার্তা তাঁদের সন্তানদের কাছে তুলে ধরে এবারের দীপাবলিতে তাদের আতশবাজি পোড়ানো থেকে দূরে থাকতে বলছেন।

ব্যাপক ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

৫০ কেজি আলুবীজের দাম এবছর চার হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত।' কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ধূপগুড়ি ব্লকে এই মরশুমে প্রায় ৭৭৫ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছিল। এই বছর এখনও পর্যন্ত গতবারের মতো চাষ না হলেও কিছু এলাকায় ভালো পরিমাণ জমিতে বীজ বোনা হয়েছিল। প্রায় ১৫০-১৭০ হেক্টর জমির আলু বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। সার্বিক হিসেব করলে ধূপগুড়িতে প্রায় দু'কোটি টাকারও বেশি কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। ২৬ অক্টোবর ধূপগুড়িতে ৯৪.৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ধূপগুড়ি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, 'জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় প্রাক মরশুমের আলু চাষের জমিতে ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কতটা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব এখনই বলা সম্ভব নয়।'

গ্যাস বুকিংয়ের নম্বর বদল

শিলিগুড়ি, ২৯ অক্টোবর : আগামী ১ নভেম্বর থেকে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের নম্বর বদলে যাচ্ছে। এতদিন গ্যাস সিলিন্ডার বুক করতে গিয়ে গোটা রাজ্যে একটি নম্বর থেকেই ইন্ডেন গ্যাসের গ্রাহকরা বুকিং করতেন। আগামী রবিবার থেকে ৭৭১৮৯৫৫৫৫৫ এই নম্বরে গ্যাস বুকিং করতে হবে। ওইদিন থেকে পুরোনো নম্বরটি আর কার্যকর থাকবে না। যদিও এই নম্বরটি এখনও সেভাবে গ্রাহকদের কাছে না পৌঁছোনোর কারণে প্রাথমিক সমস্যায় পড়বেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। যদিও ডিস্ট্রিবিউটারদের দাবি, তাঁরা ইতিমধ্যেই গ্রাহকদের এসএমএস করে নতুন নম্বরে বুকিং করার কথা বলছেন। সমস্যা হল, অনেকেই এখনও সেভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কিংবা এসএমএস পড়তে পারেন না। সেক্ষেত্রে গ্যাস বুকিংয়ের পর যখন গ্রাহকের মোবাইলে ওটিপি আসবে পরবর্তী সময়ে সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় সেই ওটিপি ডেলিভারি বয়কে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন।

পর্যটন ব্যবসা

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর মতো পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার সাহস দেখাতে পারেননি মংপুর এক হোমস্টে মালিক বি গুরুং। তিনি বলেন, 'প্রায় সাত মাস ধরে কোনও রোজগার হয়নি। পুজোর দিনে কিছু পর্যটক এসেছেন। কিন্তু তার জন্যও টাকার দাবি করে স্থানীয় কিছু যুবক। দিতে না চাইলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়। ব্যবসা করে খেতে হবে। তাই পুলিশকে কিছু জানাইনি।' নাম না প্রকাশ করার শর্তে কালিম্পংয়ের এক হোটেল মালিক বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বছরই পার্টি ফান্ডে টাকা দিতে হয়। কিন্তু করোনা সচেতনতামূলক প্রচার, বেকার হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাকে সামনে রেখে কিছুদিন ধরে কিছু যুবক টাকা দাবি করছে। টাকা না দিলে স্থানীয়দের উসকে ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। তাই আমার মতো অনেককেই টাকা গুনতে হচ্ছে।' নবমীর সন্ধ্যায় কালিম্পংয়ের ডেলো পার্কে ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েটেড প্রফেসার চিকিৎসক কল্যাণ খানের স্ত্রী সংযুক্তাদেবীর ব্যাগ ছিনতাই করে এক দুষ্কৃতী। ব্যাগটিতে নগদ ৩০ হাজার টাকা সহ জরুরি বেশ কিছু নথি ছিল। যদিও অভিযোগ পাওয়ার দু'দিনের মধ্যেই অভিযুক্ত স্টিভ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কল্যাণবাবুর বক্তব্য, 'এমন ঘটনা পাহাড় পর্যটনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। পর্যটকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হবে।' যা মেনে নিয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'এই ধরনের ঘটনার একাধিক অভিযোগ আমরাও পাচ্ছি। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকর্তাদের সঙ্গে দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'